চতুর্দশ অধ্যায়

মহারাজ চিত্রকেতুর শোক

এই চতুর্দশ অধ্যায়ে পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁর গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছেন, কিভাবে বৃত্রাসুরের মতো একজন অসুর পরম ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বৃত্রাসুরের পূর্বজন্মের কথা বর্ণনা করেছেন। সেই সূত্রে চিত্রকেতুর কাহিনী এবং তাঁর পুত্রশোক বর্ণনা করা হয়েছে।

অসংখ্য জীবের মধ্যে মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সেই মানুষদের মধ্যে যাঁরা ধর্মপরায়ণ, তাঁদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই মাত্র জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন। হাজার হাজার মুক্তিকামীদের মধ্যে কদাচিৎ একজন অসৎসঙ্গ থেকে মুক্ত হন। কোটি মুক্তের মধ্যে কদাচিৎ একজন ভগবান নারায়ণের ভক্ত হন। তাই ভগবদ্ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ। ভক্তি যেহেতু সুদুর্লভা, তাই পরীক্ষিৎ মহারাজ একজন অসুরকে সেই পদে উন্নীত হতে দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন, সেই বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন এবং তিনি তখন শূরসেনের রাজা চিত্রকেতুরূপে বৃত্রাসুরের পূর্বজন্মের কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন।

নিঃসন্তান চিত্রকেতুর মহর্ষি অঙ্গিরার সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। অঙ্গিরা যখন রাজার কুশল জিজ্ঞাসা করেন, তখন রাজা তাঁকে তাঁর মনোবেদনার কথা জানান এবং মহর্ষির কৃপায় রাজার প্রথম পত্নী কৃতদ্যুতির গর্ভে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়, যে তাঁর সুখ এবং দুঃখ উভয়েরই কারণ হয়েছিল। পুত্র জন্মগ্রহণের ফলে রাজা এবং রাজপুরবাসী সকলের মহা আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু কৃতদ্যুতির সপত্নীরা তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয় এবং তাঁর পুত্রকে বিষ প্রদান করে। পুত্রের মৃত্যুতে চিত্রকেতু শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তখন নারদ মুনি এবং অঙ্গিরা তাঁর কাছে আসেন।

শ্লোক ১

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ

রজস্তমঃস্বভাবস্য ব্রহ্মন্ বৃত্রস্য পাপ্মনঃ ।
নারায়ণে ভগবতি কথমাসীদ্ দৃঢ়া মতিঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-পরীক্ষিৎ উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন; **রজঃ**—রজোগুণের; **তমঃ**—এবং তমোগুণের; **স্ব-ভাবস্য**—স্বভাব সমন্বিত; **ব্রহ্মন্**—হে তত্ত্বদ্রষ্টা ব্রাহ্মণ; **বৃত্রস্য**—বৃত্রাসুরের; **পাপ্মনঃ**—যে পাপী ছিল; **নারায়ণে**—ভগবান নারায়ণে; **ভগবতি**—ভগবান; **কথম্**—কিভাবে; **আসীৎ**—ছিল; **দৃঢ়া**—অত্যন্ত দৃঢ়; **মতিঃ**—চেতনা।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, সাধারণত অসুরেরা রজ এবং তম স্বভাবসম্পন্ন পাপাত্মা। কিন্তু বৃত্রাসুর কিভাবে ভগবান নারায়ণে এই প্রকার দৃঢ় ভক্তি লাভ করেছিলেন?

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সকলেই রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু এই গুণগুলি জয় করে সত্ত্বগুণে না আসা পর্যন্ত শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সেই কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৮) প্রতিপন্ন করেছেন—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব এবং মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।" বৃত্র ছিলেন অসুর, তাই তাঁর পক্ষে পরম ভক্তের পদ প্রাপ্ত হওয়া কিভাবে সম্ভব হয়েছিল তা ভেবে পরীক্ষিৎ মহারাজ আশ্চর্য হয়েছিলেন।

শ্লোক ২

দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণাং চামলাত্মনাম্ ।
ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে ॥ ২ ॥

দেবানাম্—দেবতাদের; **শুদ্ধ-সত্ত্বানাম্**—যাঁদের চিত্ত নির্মল; **ঋষীণাম্**—মহর্ষিদের; **চ**—এবং; **অমল-আত্মনাম্**—যাঁরা পবিত্র হয়েছেন; **ভক্তিঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **মুকুন্দ-চরণে**—মুক্তিদাতা মুকুন্দের শ্রীপাদপদ্মে; **ন**—না; **প্রায়েণ**—প্রায় সর্বদা; **উপজায়তে**—উদিত হয়।

অনুবাদ

শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত দেবতারা এবং ভোগবাসনারূপ কলুষরহিত ঋষিরাও প্রায়ই মুকুন্দের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি লাভ করেন না। (অতএব বৃত্রাসুর কিভাবে এই প্রকার মহান ভক্ত হলেন?)

শ্লোক ৩

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ ॥ ৩ ॥

রজোভিঃ—পরমাণুসমূহ; **সম-সংখ্যাতাঃ**—সমান সংখ্যক; **পার্থিবৈঃ**—পৃথিবীর; **ইহ**—এই জগতে; **জন্তবঃ**—জীব; **তেষাম্**—তাদের; **যে**—যারা; **কেচন**—কেউ; **ঈহন্তে**—আচরণ করে; **শ্রেয়ঃ**—ধর্মানুষ্ঠানের জন্য; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মনুজাদয়ঃ**—মনুষ্য আদি।

অনুবাদ

এই জড় জগতে পরমাণুসমূহ যেমন অসংখ্য, জীবও তেমন অসংখ্য। সেই সমস্ত জীবের মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্প সংখ্যক এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ কেবল ধর্ম অনুষ্ঠান করেন।

শ্লোক ৪

প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম ।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি ॥ ৪ ॥

প্রায়ঃ—প্রায় সর্বদা; **মুমুক্ষবঃ**—মুক্তি লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি; **তেষাম্**—তাঁদের; **কেচন**—কেউ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **দ্বিজ-উত্তম**—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; **মুমুক্ষূণাম্**—মুক্তিকামীদের; **সহস্রেষু**—হাজার হাজার; **কশ্চিৎ**—কোন একজন; **মুচ্যেত**—প্রকৃতপক্ষে মুক্ত হতে পারেন; **সিধ্যতি**—সিদ্ধিলাভ করেন।

অনুবাদ

হে দ্বিজোত্তম শুকদেব গোস্বামী, সেই ধর্ম অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে অল্প কয়েকজন কেবল জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা করেন। হাজার

হাজার মুক্তিকামীদের মধ্যে কদাচিৎ একজন জড় জগতের স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ইত্যাদির আসক্তি পরিত্যাগ করে মুক্ত হন এবং এই প্রকার হাজার হাজার মুক্তদের মধ্যে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি প্রকৃত তত্ত্ব জানতে পারেন।

তাৎপর্য

চার শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যথা—কর্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত। এই শ্লোকের বর্ণনাটি কেবল বিশেষ করে কর্মী এবং জ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। কর্মী এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়ে এই জড় জগতে সুখী হতে চায়। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইহলোকে বা পরলোকে দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা। কিন্তু এই প্রকার ব্যক্তি যখন জ্ঞানী হন, তখন তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান। এই প্রকার বহু মুক্তিকামীদের মধ্যে কদাচিৎ একজন এই জীবনে প্রকৃতপক্ষে মুক্তি লাভ করেন। সেই প্রকার ব্যক্তি তাঁর স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদির আসক্তি পরিত্যাগ করেন। এই প্রকার বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বী বহু ব্যক্তিদের মধ্যে কদাচিৎ একজন সম্পূর্ণরূপে ত্যাগের জীবন অবলম্বন করে সন্ন্যাসী হওয়ার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

শ্লোক ৫

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ৫ ॥

মুক্তানাম্—যাঁরা এই জীবনে মুক্ত হয়েছেন; **অপি**—ও; **সিদ্ধানাম্**—যাঁরা দেহসুখের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করে সিদ্ধ হয়েছেন; **নারায়ণ-পরায়ণঃ**—যাঁরা নারায়ণকেই পরমতত্ত্ব বলে জানতে পেরেছেন; **সুদুর্লভঃ**—অত্যন্ত দুর্লভ; **প্রশান্ত**—পরম শান্ত; **আত্মা**—যাঁর চিত্ত; **কোটিষু**—কোটি কোটির মধ্যে; **অপি**—ও; **মহামুনে**—হে মহর্ষে।

অনুবাদ

হে মহর্ষে, এই প্রকার কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধদের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা নারায়ণ-পরায়ণ ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই শ্লোকের নিম্নলিখিত ভাষ্য প্রদান করেছেন। কেবল মুক্তির বাসনা যথেষ্ট নয়; প্রকৃতপক্ষে মুক্ত হওয়া উচিত। কেউ যখন জড়-জাগতিক

জীবনের নিরর্থকতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী হন এবং তাই তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্রের আসক্তি পরিত্যাগ করে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করেন। মানুষের কর্তব্য আরও উন্নতি সাধন করে অবিচলিতভাবে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করা। মানুষ যদিও মুক্তির বাসনা করে, তার অর্থ এই নয় যে সে মুক্ত হয়ে গেছে। কদাচিৎ একজন মুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে মুক্তি লাভের জন্য যদিও অনেকেই সন্ন্যাস অবলম্বন করে, তবু তাদের অপূর্ণতার জন্য তারা পুনরায় স্ত্রী, জড়-জাগতিক কার্যকলাপ, সমাজ কল্যাণ ইত্যাদি কার্যে আসক্ত হয়।

ভগবদ্ভক্তিবিহীন জ্ঞানী, যোগী, এবং কর্মীদের বলা হয় অপরাধী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী*—সব কিছু শ্রীকৃষ্ণ বলে মনে না করে যারা মনে করে যে সব কিছুই মায়া, তাদের বলা হয় অপরাধী। মায়াবাদীরা যদিও নির্বিশেষবাদী এবং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধী, তবু তাদের আত্ম-তত্ত্ববেত্তা সিদ্ধদের মধ্যে গণনা করা যেতে পারে। যেহেতু তারা অন্তত পারমার্থিক জীবন কি তা বুঝতে পেরেছে, তাই তারা সিদ্ধির নিকটবর্তী হয়েছে বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই প্রকার ব্যক্তি যদি নারায়ণ-পরায়ণ হয়, ভগবান নারায়ণের ভক্ত হয়, তা হলে সে জীবন্মুক্তের থেকে শ্রেষ্ঠ। সেই জন্য উচ্চতর বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়।

জ্ঞানী দুই প্রকার—ভক্তিপরায়ণ এবং নির্বিশেষ উপলব্ধি-পরায়ণ। নির্বিশেষ-বাদীরা সাধারণত অনর্থক পরিশ্রম করে এবং তাই তাদের স্থূল-তুষাবঘাতি বলা হয়। অন্য প্রকার জ্ঞানী, যাদের জ্ঞান ভক্তিমিশ্রিত, তারাও আবার দুই প্রকার। যারা ভগবানের তথাকথিত মায়িক রূপের প্রতি ভক্তিপরায়ণ এবং যাঁরা ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বুঝতে পারেন। মায়াবাদীরা নিরাকার ব্রহ্ম মায়িক রূপ পরিগ্রহ-পূর্বক নারায়ণ অথবা বিষ্ণুর রূপ ধারণ করেছে বলে মনে করে তাদের পূজা করে। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তেরা কখনও মনে করেন না যে বিষ্ণুর রূপ মায়িক; পক্ষান্তরে, তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে, পরম সত্য হচ্ছেন পরম পুরুষ ভগবান। এই প্রকার ভক্তই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান। তিনি কখনও ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হন না। সেই সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩২) উল্লেখ করা হয়েছে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

"হে ভগবান, যারা নিজেদের মুক্ত বলে মনে করে কিন্তু ভক্তিপরায়ণ নয়, তাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ। যদিও তারা কঠোর তপস্যার প্রভাবে মুক্তির পরম স্তরে উন্নীত হয়, তবু পুনরায় এই জড় জগতে তাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী, কারণ তারা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেনি।" তার প্রমাণ *ভগবদ্গীতাতেও* (৯/১১) পাওয়া যায়, যেখানে ভগবান বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

"আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হই তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তারা আমাকে সর্বভূতের মহেশ্বর বলে জানে না।" মূঢ় ব্যক্তিরা যখন শ্রীকৃষ্ণকে একজন মানুষের মতো আচরণ করতে দেখে, তখন তারা তাঁর চিন্ময় স্বরূপের অবজ্ঞা করে, কারণ তারা তাঁর পরম ভাব, তাঁর চিন্ময় রূপ এবং কার্যকলাপ জানে না। এই প্রকার ব্যক্তিদের বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* (৯/১২) বলা হয়েছে—

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥

"এইভাবে যারা মোহাচ্ছন্ন হয়েছে, তারা রাক্ষসী এবং আসুরী ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই মোহাচ্ছন্ন অবস্থায়, তাদের মুক্তি লাভের আশা, তাদের সকাম কর্ম এবং জ্ঞানের প্রয়াস সমস্তই ব্যর্থ হয়।" এই প্রকার ব্যক্তিরা জানে না যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ জড় নয়। শ্রীকৃষ্ণের দেহ এবং আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু যেহেতু বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা কৃষ্ণকে একজন মানুষের মতো দর্শন করে, তাই তারা তাঁকে অবজ্ঞা করে। তারা কল্পনাও করতে পারে না কৃষ্ণের মতো একজন মানুষ কিভাবে সব কিছুর উৎস হতে পারে (*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*)। এই প্রকার ব্যক্তিদের মোঘাশা বা ব্যর্থ আশা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা তাদের ভবিষ্যতের জন্য যা কিছু আশা করবে তা ব্যর্থ হবে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে তারা ভক্তিপরায়ণ হয়, তাদের মোঘাশা বলে বর্ণনা করা হয়েছে কারণ চরমে তাদের বাসনা হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া।

যারা ভগবদ্ভক্তির দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, তারাও নিরাশ হবে কারণ সেটি ভগবদ্ভক্তির ফল নয়। কিন্তু, তাদের ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে পবিত্র হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। যে কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৭) উল্লেখ করা হয়েছে—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়েই বিরাজ করেন এবং যিনি হচ্ছেন সাধুবর্গের সুহৃদ, তিনি তাঁর পবিত্র কথা শ্রবণ এবং কীর্তনে রতিযুক্ত ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত ভোগবাসনা বিনাশ করেন।"

যতক্ষণ পর্যন্ত না হৃদয়ের কলুষ বিধৌত হয়, ততক্ষণ শুদ্ধ ভক্ত হওয়া যায় না। তাই এই শ্লোকে *সুদুর্লভঃ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কেবল শতসহস্রের মধ্যে নয়, কোটি কোটি মুক্তদের মধ্যে একজন শুদ্ধ ভক্ত খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। তাই এখানে *কোটিষ্বপি* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রীল মধ্বাচার্য *তন্ত্র-ভাগবত* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—

নবকোট্যস্তু দেবানাম্ ঋষয়ঃ সপ্তকোটয়ঃ ।
নারায়ণায়নাঃ সর্বে যে কেচিৎ তৎপরায়ণাঃ ॥

"নয় কোটি দেবতা এবং সাত কোটি ঋষি রয়েছেন, যাঁদের বলা হয় *নারায়ণায়ন* অর্থাৎ নারায়ণের ভক্ত। তাঁদের মধ্যে কেবল অল্প কয়েকজনকে *নারায়ণপরায়ণ* বলা হয়।"

নারায়ণায়না দেবা ঋষ্যাদ্যাস্তাৎপরায়ণাঃ ।
ব্রহ্মাদ্যাঃ কেচনৈব স্যুঃ সিদ্ধো যোগ্যসুখং লভন্ ॥

সিদ্ধ এবং *নারায়ণপরায়ণ*—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের ভক্ত, তাঁদের বলা হয় *নারায়ণপরায়ণ,* কিন্তু যাঁরা বিভিন্ন প্রকার যোগসাধন করেন, তাঁদের বলা হয় *সিদ্ধ* ।

শ্লোক ৬

বৃত্রস্তু স কথং পাপঃ সর্বলোকোপতাপনঃ ।
ইত্থং দৃঢ়মতিঃ কৃষ্ণ আসীৎ সংগ্রাম উল্বণে ॥ ৬ ॥

বৃত্রঃ—বৃত্রাসুর; **তু**—কিন্তু; **সঃ**—তিনি; **কথম্**—কিভাবে; **পাপঃ**—(অসুর শরীর প্রাপ্ত হওয়ার ফলে) যদিও পাপী; **সর্ব-লোক**—সমগ্র ত্রিলোকের; **উপতাপনঃ**—তাপের কারণ; **ইত্থম্**—এই প্রকার; **দৃঢ়-মতিঃ**—সুদৃঢ় বুদ্ধি; **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণে; **আসীৎ**—হয়েছিল; **সংগ্রামে উল্বণে**—ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে।

অনুবাদ

ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হয়েও সেই কুখ্যাত পাপাত্মা অসুর, যে সর্বদা অন্যদের দুঃখ-দুর্দশা এবং উৎকণ্ঠার কারণ ছিল, সে কিভাবে এই প্রকার মহান কৃষ্ণভক্ত হয়েছিল?

তাৎপর্য

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজন *নারায়ণপরায়ণ* শুদ্ধ ভক্ত দুর্লভ। তাই পরীক্ষিৎ মহারাজ আশ্চর্য হয়েছেন যে, বৃত্রাসুরের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অন্যদের দুঃখকষ্ট দেওয়া, তিনি কিভাবে যুদ্ধক্ষেত্রেও এই প্রকার ভক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। বৃত্রাসুরের এই পারমার্থিক উন্নতির কারণ কি ছিল?

শ্লোক ৭

অত্র নঃ সংশয়ো ভূয়াঞ্ছ্রোতুং কৌতূহলং প্রভো ।
যঃ পৌরুষেণ সমরে সহস্রাক্ষমতোষয়ৎ ॥ ৭ ॥

অত্র—এই সম্পর্কে; **নঃ**—আমাদের; **সংশয়ঃ**—সন্দেহ; **ভূয়ান্**—অত্যন্ত; **শ্রোতুম্**—শ্রবণ করতে; **কৌতূহলম্**—কৌতূহল; **প্রভো**—হে প্রভু; **যঃ**—যিনি; **পৌরুষেণ**—শৌর্যবীর্যের দ্বারা; **সমরে**—যুদ্ধে; **সহস্রাক্ষম্**—সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে; **অতোষয়ৎ**—সন্তুষ্ট করেছিলেন।

অনুবাদ

হে প্রভু শুকদেব গোস্বামী, বৃত্র পাপাত্মা অসুর হলেও যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়োচিত পৌরুষ প্রদর্শন করেছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। এই প্রকার অসুর কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহান ভক্ত হয়েছিলেন? এই বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে এবং আপনার কাছে তার কারণ শ্রবণ করতে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মেছে।

শ্লোক ৮

শ্রীসূত উবাচ

পরীক্ষিতোঽথ সংপ্রশ্নং ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ।
নিশম্য শ্রদ্দধানস্য প্রতিনন্দ্য বচোঽব্রবীৎ ॥ ৮ ॥

শ্রী-সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **পরীক্ষিতঃ**—মহারাজ পরীক্ষিতের; **অথ**—এই প্রকার; **সম্প্রশ্নম্**—আদর্শ প্রশ্ন; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিমান; **বাদরায়ণিঃ**—শ্রীল ব্যাসদেবের পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামী; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **শ্রদ্দধানস্য**—তত্ত্বজ্ঞান লাভে শ্রদ্ধান্বিত শিষ্যের; **প্রতিনন্দ্য**—অভিনন্দন জানিয়ে; **বচঃ**—বাণী; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—শ্রদ্ধাবান মহারাজ পরীক্ষিতের যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন শ্রবণ করে, মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী গভীর স্নেহ সহকারে তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন।

শ্লোক ৯

শ্রীশুক উবাচ

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্নিতিহাসমিমং যথা ।
শ্রুতং দ্বৈপায়নমুখান্নারদাদ্দেবলাদপি ॥ ৯ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **শৃণুষ্ব**—শ্রবণ করুন; **অবহিতঃ**—গভীর মনোযোগ সহকারে; **রাজন্**—হে রাজন্; **ইতিহাসম্**—ইতিহাস; **ইমম্**—এই; **যথা**—ঠিক যেমন; **শ্রুতম্**—শ্রবণ করেছি; **দ্বৈপায়ন**—ব্যাসদেবের; **মুখাৎ**—মুখ থেকে; **নারদাৎ**—নারদ মুনি থেকে; **দেবলাৎ**—দেবল ঋষি থেকে; **অপি**—ও।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, ব্যাসদেব, নারদ এবং দেবল ঋষির শ্রীমুখ থেকে যে ইতিহাস আমি শ্রবণ করেছি, সেই কথাই আমি তোমাকে বলব। মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর।

শ্লোক ১০

আসীদ্রাজা সার্বভৌমঃ শূরসেনেষু বৈ নৃপ ।
চিত্রকেতুরিতি খ্যাতো যস্যাসীৎ কামধুগ্মহী ॥ ১০ ॥

আসীৎ—ছিলেন; **রাজা**—এক রাজা; **সার্বভৌমঃ**—সারা পৃথিবীর সম্রাট; **শূরসেনেষু**—শূরসেন নামক দেশে; **বৈ**—বস্তুত; **নৃপ**—হে রাজন্; **চিত্রকেতুঃ**—

চিত্রকেতু; **ইতি**—এই প্রকার; **খ্যাতঃ**—বিখ্যাত ছিলেন; **যস্য**—যাঁর; **আসীৎ**—ছিল; **কামধুক্**—সমস্ত কামনা পূর্ণকারী; **মহী**—পৃথিবী।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, শূরসেন দেশে চিত্রকেতু নামক একজন রাজা ছিলেন, যিনি সারা পৃথিবীর একছত্র সম্রাট ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে পৃথিবী কামধুক্ ছিলেন অর্থাৎ জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করতেন।

তাৎপর্য

এখানে সব চাইতে মহত্ত্বপূর্ণ উক্তি হচ্ছে যে, মহারাজ চিত্রকেতুর রাজত্বকালে পৃথিবী জীবনের সমস্ত প্রকার আবশ্যকতাগুলি পূর্ণরূপে উৎপন্ন করতেন। *ঈশোপনিষদে* (মন্ত্র ১) উল্লেখ করা হয়েছে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্ ॥

"এই জগতে স্থাবর অথবা জঙ্গম সব কিছুই ভগবানের সম্পদ এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই জীবন ধারণের জন্য তিনি যেটুকু বরাদ্দ করে দিয়েছেন, সেটুকুই কেবল গ্রহণ করা উচিত এবং প্রকৃতপক্ষে সব কিছু কার তা ভালমতো জেনে কখনও পরের ধনে লোভ করা উচিত নয়।" পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যা সর্বতোভাবে পূর্ণ এবং যেখানে কোনও প্রকার অভাব নেই। ভগবান জীবের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি সরবরাহ করেন। এই সমস্ত বস্তুগুলি উৎপন্ন হয় পৃথিবী থেকে এবং তার ফলে পৃথিবী সমস্ত সরবরাহের উৎস। যখন সৎ শাসক পৃথিবী শাসন করেন, তখন সমস্ত আবশ্যক বস্তুগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিন্তু সৎ শাসক না থাকলে অভাব দেখা দেয়। এটিই *কামধুক্* শব্দটির তাৎপর্য। *শ্রীমদ্ভাগবতের* অন্যত্র (১/১০/৪) বলা হয়েছে—*কামং ববর্ষ পর্জন্যঃ সর্বকামদুঘা মহী*—"মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে, মেঘ মানুষের প্রয়োজন অনুসারে বারি বর্ষণ করত এবং তার ফলে পৃথিবী মানুষের আবশ্যক বস্তুগুলি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করত।" আমরা দেখতে পাই যে, কোন ঋতুতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বারি বর্ষণ হয় এবং অন্য ঋতুতে বর্ষার অভাব হয়। পৃথিবীর উৎপাদনের উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, কারণ তা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণরূপে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। ভগবানের আদেশ অনুসারে পৃথিবী পর্যাপ্ত পরিমাণে অথবা অপর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন করতে পারে। পুণ্যবান রাজা যদি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে

পৃথিবী শাসন করেন, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই নিয়মিতভাবে বৃষ্টিপাত হবে এবং মানুষের সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য আবশ্যক বস্তুগুলি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হবে। তখন কোন প্রকার শোষণের প্রশ্ন থাকবে না, কারণ সকলেই প্রাচুর্যের মধ্যে থাকবে। তার ফলে কালোবাজারী এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। নেতাদের যদি আধ্যাত্মিক ক্ষমতা না থাকে, তা হলে কেবল দেশ শাসন করেই মানুষের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তাঁকে মহারাজ যুধিষ্ঠির, মহারাজ পরীক্ষিৎ অথবা মহারাজ রামচন্দ্রের মতো হতে হবে। তা হলে দেশের সমস্ত অধিবাসীরা পরম সুখী হবে।

শ্লোক ১১

তস্য ভার্যাসহস্রাণাং সহস্রাণি দশাভবন্ ।
সান্তানিকশ্চাপি নৃপো ন লেভে তাসু সন্ততিম্ ॥ ১১ ॥

তস্য—তাঁর (মহারাজ চিত্রকেতুর); **ভার্যা**—পত্নী; **সহস্রাণাম্**—হাজার; **সহস্রাণি**—হাজার; **দশ**—দশ; **অভবন্**—ছিল; **সান্তানিকঃ**—সন্তান উৎপাদন করতে সমর্থ; **চ**—এবং; **অপি**—যদিও; **নৃপঃ**—রাজা; **ন**—না; **লেভে**—লাভ করেছিলেন; **তাসু**—তাঁদের থেকে; **সন্ততিম্**—পুত্র।

অনুবাদ

এই চিত্রকেতুর এক কোটি পত্নী ছিল, তিনি সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হলেও তাদের থেকে তিনি একটি সন্তানও লাভ করতে পারেননি। দৈবযোগে তারা সকলেই বন্ধ্যা ছিল।

শ্লোক ১২

রূপৌদার্যবয়োজন্মবিদ্যৈশ্বর্যশ্রিয়াদিভিঃ ।
সম্পন্নস্য গুণৈঃ সর্বৈশ্চিন্তা বন্ধ্যাপতেরভূৎ ॥ ১২ ॥

রূপ—সৌন্দর্যে; **ঔদার্য**—উদারতা; **বয়ঃ**—যৌবন; **জন্ম**—উচ্চকুলে জন্ম; **বিদ্যা**—বিদ্যা; **ঐশ্বর্য**—ঐশ্বর্য; **শ্রিয়-আদিভিঃ**—ধনসম্পদ ইত্যাদি; **সম্পন্নস্য**—যুক্ত; **গুণৈঃ**—সদ্-গুণে; **সর্বৈঃ**—সমস্ত; **চিন্তা**—উৎকণ্ঠা; **বন্ধ্যা-পতেঃ**—বন্ধ্যা পত্নীদের পতি চিত্রকেতুর; **অভূৎ**—হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এক কোটি বন্ধ্যা পত্নীর পতি চিত্রকেতু রূপবান, উদার এবং তরুণ ছিলেন। তাঁর অতি উচ্চকুলে জন্ম হয়েছিল। তিনি পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তিনি ঐশ্বর্যবান ছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত গুণে গুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও, কোন পুত্র না থাকায় তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন।

তাৎপর্য

মনে হয় মহারাজ চিত্রকেতু প্রথমে এক পত্নী বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কোন সন্তান না হওয়ায় তিনি দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এইভাবে বহু পত্নী বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু তাদের কারোরই সন্তান হয়নি। জন্ম-ঐশ্বর্য-শ্রুত-শ্রী আদি জড় সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এবং অতগুলি পত্নী থাকলেও তিনি নিঃসন্তান হওয়ার ফলে অত্যন্ত দুঃখী ছিলেন। তাঁর এই দুঃখ স্বাভাবিক ছিল। পত্নীর পাণিগ্রহণই নয়, সন্তান উৎপাদনই গৃহস্থ জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, *পুত্রহীনং গৃহং শূন্যম্*—গৃহস্থের যদি পুত্র না থাকে, তা হলে তাঁর গৃহ মরুভূমি-সদৃশ। পুত্র না থাকায় মহারাজ চিত্রকেতু অবশ্যই অত্যন্ত অসুখী ছিলেন এবং তাই তাঁকে এত পত্নী বিবাহ করতে হয়েছিল। ক্ষত্রিয়দের একাধিক পত্নী বিবাহ করার বিশেষ অনুমতি রয়েছে এবং মহারাজ চিত্রকেতু তাই করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কোন সন্তান হয়নি।

শ্লোক ১৩

ন তস্য সম্পদঃ সর্বা মহিষ্যো বামলোচনাঃ ।
সার্বভৌমস্য ভূশ্চেয়মভবন্ প্রীতিহেতবঃ ॥ ১৩ ॥

ন—না; **তস্য**—তাঁর (চিত্রকেতুর); **সম্পদঃ**—অসীম ঐশ্বর্য; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **মহিষ্যঃ**—মহিষীরা; **বাম-লোচনাঃ**—মনোহর নয়না; **সার্ব-ভৌমস্য**—সম্রাটের; **ভূঃ**—ভূমি; **চ**—ও; **ইয়ম্**—এই; **অভবন্**—ছিল; **প্রীতি-হেতবঃ**—আনন্দদায়ক।

অনুবাদ

তাঁর অতি সুন্দরী চারুনয়না মহিষীগণ, সম্পদ, ভূমি—এই সব কিছুই সেই সার্বভৌম নরপতির প্রীতিজনক হয়নি।

শ্লোক ১৪

তস্যৈকদা তু ভবনমঙ্গিরা ভগবানৃষিঃ ।
লোকাননুচরন্নেতানুপাগচ্ছদ্‌যদৃচ্ছয়া ॥ ১৪ ॥

তস্য—তাঁর; **একদা**—এক সময়; **তু**—কিন্তু; **ভবনম্**—প্রাসাদে; **অঙ্গিরাঃ**—অঙ্গিরা; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **ঋষিঃ**—ঋষি; **লোকান্**—লোকসমূহ; **অনুচরন্**—ভ্রমণ করতে করতে; **এতান্**—এই সমস্ত; **উপাগচ্ছৎ**—এসেছিলেন; **যদৃচ্ছয়া**—সহসা।

অনুবাদ

এক সময়ে অত্যন্ত শক্তিশালী অঙ্গিরা ঋষি ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করতে করতে মহারাজ চিত্রকেতুর প্রাসাদে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

তং পূজয়িত্বা বিধিবৎ প্রত্যুত্থানার্হণাদিভিঃ ।
কৃতাতিথ্যমুপাসীদৎ সুখাসীনং সমাহিতঃ ॥ ১৫ ॥

তম্—তাঁকে ; **পূজয়িত্বা**—পূজা করে; **বিধিবৎ**—অতিথি সৎকারের বিধি অনুসারে; **প্রত্যুত্থান**—সিংহাসন থেকে উঠে; **অর্হণ-আদিভিঃ**—অর্ঘ্য আদি নিবেদন করে; **কৃত-অতিথ্যম্**—অতিথি সৎকার করেছিলেন; **উপাসীদৎ**—নিকটে উপবিষ্ট হয়েছিলেন; **সুখাসীনম্**—সুখে উপবিষ্ট; **সমাহিতঃ**—তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে।

অনুবাদ

চিত্রকেতু তৎক্ষণাৎ তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে তাঁর পূজা করেছিলেন। তাঁকে আহার্য এবং পানীয় প্রদান করে তিনি সেই মহান অতিথির সৎকার করেছিলেন। ঋষি যখন সুখে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন মহারাজ তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে সেই ঋষির পায়ের কাছে ভূমিতে উপবেশন করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

মহর্ষিস্তমুপাসীনং প্রশ্রয়াবনতং ক্ষিতৌ ।
প্রতিপূজ্য মহারাজ সমাভাষ্যেদমব্রবীৎ ॥ ১৬ ॥

মহা-ঋষিঃ—মহান ঋষি; **তম্**—তাঁকে (রাজাকে); **উপাসীনম্**—নিকটে উপবিষ্ট; **প্রশ্রয়-অবনতম্**—বিনয়াবনত; **ক্ষিতৌ**—ভূমিতে; **প্রতিপূজ্য**—অভিনন্দন জানিয়ে; **মহারাজ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **সমাভাষ্য**—সম্বোধন করে; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, চিত্রকেতু যখন বিনয়াবনতভাবে মহর্ষির শ্রীপাদপদ্মের পাশে মাটিতে বসেছিলেন, তখন ঋষি অঙ্গিরা তাঁকে তাঁর বিনয় এবং আতিথেয়তার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে তাঁকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ১৭

অঙ্গিরা উবাচ

অপি তেঽনাময়ং স্বস্তি প্রকৃতীনাং তথাত্মনঃ ।
যথা প্রকৃতিভির্গুপ্তঃ পুমান্ রাজা চ সপ্তভিঃ ॥ ১৭ ॥

অঙ্গিরাঃ উবাচ—মহর্ষি অঙ্গিরা বললেন; **অপি**—কি; **তে**—তোমার; **অনাময়ম্**—স্বাস্থ্য; **স্বস্তি**—মঙ্গল; **প্রকৃতীনাম্**—আপনার রাজকীয় উপাদান (পার্ষদ এবং সামগ্রী); **তথা**—ও; **আত্মনঃ**—আপনার নিজের দেহ, মন এবং আত্মা; **যথা**—যেমন; **প্রকৃতিভিঃ**—জড়া প্রকৃতির উপাদানের দ্বারা; **গুপ্তঃ**—রক্ষিত; **পুমান্**—জীব; **রাজা**—রাজা; **চ**—ও; **সপ্তভিঃ**—সাত।

অনুবাদ

মহর্ষি অঙ্গিরা বললেন—হে রাজন্, আমি আশা করি আপনার দেহ, মন এবং রাজকীয় পার্ষদ ও সামগ্রী সবই কুশলে রয়েছে। প্রকৃতির সাতটি তত্ত্ব (মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চ তন্মাত্র) যখন যথাযথভাবে থাকে, তখন জড় তত্ত্বের মধ্যে জীব সুখী থাকে। এই সাতটি তত্ত্ব ব্যতীত জীবের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তেমনই রাজাও সর্বদা সাতটি তত্ত্বের দ্বারা রক্ষিত—তাঁর উপদেষ্টা (স্বামী বা গুরু), তাঁর মন্ত্রীবর্গ, রাজ্য, দুর্গ, কোষ, দণ্ড এবং মিত্র।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী তাঁর *ভাগবত* ভাষ্যে এই শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন—

স্বাম্যমাত্যৌ জনপদা দুর্গদ্রবিণসঞ্চয়াঃ ।
দণ্ডো মিত্রং চ তস্যৈতাঃ সপ্তপ্রকৃতয়ো মতাঃ ॥

রাজা একা থাকেন না। সর্বপ্রথমে রয়েছে তাঁর গুরু, বা তাঁর পরম উপদেষ্টা। তাঁরপর রয়েছে তাঁর মন্ত্রী, তাঁর রাজ্য, তাঁর দুর্গ, তাঁর রাজকোষ, তাঁর আইন এবং তার বন্ধু বা মিত্র। এই সাতটি যদি যথাযথভাবে থাকে, তা হলে রাজা সুখী হন। তেমনই *ভগবদ্গীতায়* (*দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে*) বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, জীবাত্মা মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চ তন্মাত্রের আবরণের ভিতর রয়েছে । এই সাতটি যখন যথাযথভাবে থাকে, তখন জীব সুখ অনুভব করে। সাধারণত রাজার পার্ষদেরা যখন শান্ত এবং বিশ্বস্ত হন, তখন রাজা সুখী হতে পারেন। তাই মহর্ষি অঙ্গিরা রাজাকে তাঁর স্বাস্থ্য এবং এই সাতটি প্রকৃতির কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। আমরা যখন কোন বন্ধুকে তার কুশল প্রশ্ন করি, তখন কেবল তার কথাই জিজ্ঞাসা করি না, তার পরিবার, তার আর্থিক অবস্থা, তার সহায়ক অথবা সেবকদের কথাও জিজ্ঞাসা করি। যখন এই সব কুশলে থাকে, তখন মানুষ সুখী হতে পারে।

শ্লোক ১৮

আত্মানং প্রকৃতিষ্বদ্ধা নিধায় শ্রেয় আপ্নুয়াৎ ।
রাজ্ঞা তথা প্রকৃতয়ো নরদেবাহিতাধয়ঃ ॥ ১৮ ॥

আত্মানম্—স্বয়ং; **প্রকৃতিষু**—এই সপ্ত প্রকৃতির অনুবর্তী; **অদ্ধা**—সাক্ষাৎভাবে; **নিধায়**—স্থাপন করে; **শ্রেয়ঃ**—পরম সুখ; **আপ্নুয়াৎ**—লাভ করা যেতে পারে; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **তথা**—তেমনই; **প্রকৃতয়ঃ**—অধীনস্থ রাজকীয় প্রকৃতিসমূহ; **নর-দেব**—হে রাজন্; **আহিত-অধয়ঃ**—সম্পদ এবং অন্যান্য উপকরণ নিবেদন করে।

অনুবাদ

হে নরদেব, রাজা যখন সাক্ষাৎভাবে এই সপ্ত প্রকৃতির অনুবর্তী হন, তখন তিনি সুখী হন। তেমনই তাঁরাও যখন তাঁদের ধন-সম্পদ এবং কর্মক্ষমতা রাজাকে নিবেদন করে রাজার আদেশ পালন করেন, তখন তাঁরাও সুখী হন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে রাজা এবং তাঁর আশ্রিতদের প্রকৃত সুখ বর্ণনা করা হয়েছে। রাজা প্রভু বলে তাঁর কাজ কেবল যারা তাঁর অধীনে রয়েছে তাদের আদেশ দেওয়াই

নয়; কখনও কখনও তাদের উপদেশ পালন করাও তাঁর কর্তব্য। তেমনই, যারা অধীনস্থ তাদের কর্তব্য রাজার উপর নির্ভর করা। এইভাবে পরস্পরের উপর নির্ভর করলে সকলেই সুখী হবে।

শ্লোক ১৯

অপি দারাঃ প্রজামাত্যা ভৃত্যাঃ শ্রেণ্যোঽথ মন্ত্রিণঃ ।
পৌরা জানপদা ভূপা আত্মজা বশবর্তিনঃ ॥ ১৯ ॥

অপি—কি; **দারাঃ**—পত্নীগণ; **প্রজা**—প্রজাগণ; **অমাত্যাঃ**—এবং সচিবগণ; **ভৃত্যাঃ**—ভৃত্যগণ; **শ্রেণ্যঃ**—বণিকগণ; **অথ**—এবং; **মন্ত্রিণঃ**—মন্ত্রিগণ; **পৌরাঃ**—পুরবাসীগণ; **জানপদাঃ**—রাজ্যপালগণ; **ভূপাঃ**—ভূম্যধিকারীগণ; **আত্মজাঃ**—পুত্রগণ; **বশবর্তিনঃ**—পূর্ণরূপে তোমার বশবর্তী।

অনুবাদ

হে রাজন্, তোমার পত্নী, প্রজা, অমাত্য, ভৃত্য, তেল মসলা আদি সরবরাহকারী বণিকগণ, মন্ত্রিবৃন্দ, পুরবাসীগণ, রাজ্যপালগণ, পুত্রগণ সকলে তোমার বশবর্তী আছে তো?

তাৎপর্য

প্রভু অথবা রাজা এবং তাঁদের আশ্রিতদের পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হতে হয়। তাঁদের সহযোগিতার ফলে উভয়েই সুখী হয়।

শ্লোক ২০

যস্যাত্মানুবশশ্চেৎ স্যাৎ সর্বে তদ্বশগা ইমে ।
লোকাঃ সপালা যচ্ছন্তি সর্বে বলিমতন্দ্রিতাঃ ॥ ২০ ॥

যস্য—যাঁর; **আত্মা**—মন; **অনুবশঃ**—বশবর্তী; **চেৎ**—যদি; **স্যাৎ**—হয়; **সর্বে**—সমস্ত; **তৎ-বশ-গাঃ**—তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন; **ইমে**—এরা সকলে; **লোকাঃ**—বিভিন্ন লোক; **স-পালাঃ**—পালকগণ সহ; **যচ্ছন্তি**—অর্পণ করেন; **সর্বে**—সমস্ত; **বলিম্**—উপহার; **অতন্দ্রিতাঃ**—নিরলস হয়ে।

অনুবাদ

যদি রাজার মন সম্পূর্ণরূপে সংযত থাকে, তা হলে তাঁর পরিবারের সমস্ত সদস্য এবং রাজকর্মচারীগণ সকলেই তাঁর অধীন থাকেন। তাঁর রাজ্যপালগণ তাঁকে যথাসময়ে অবাধে কর প্রদান করেন, অতএব নিম্নতর ভৃত্যদের আর কি কথা?

তাৎপর্য

অঙ্গিরা ঋষি রাজাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর মনও তাঁর বশবর্তী কি না। সুখী হওয়ার জন্য এটিই সব চাইতে আবশ্যক।

শ্লোক ২১

আত্মনঃ প্রীয়তে নাত্মা পরতঃ স্বত এব বা ।
লক্ষয়েঽলব্ধকামং ত্বাং চিন্তয়া শবলং মুখম্ ॥ ২১ ॥

আত্মনঃ—তোমার; **প্রীয়তে**—সন্তুষ্ট; **ন**—না; **আত্মা**—মন; **পরতঃ**—অন্য কারণে; **স্বতঃ**—তোমার নিজের থেকেই; **এব**—বস্তুত; **বা**—অথবা; **লক্ষয়ে**—আমি দেখছি; **অলব্ধ-কামম্**—তোমার মনোবাসনা পূর্ণ না হওয়ায়; **ত্বাম্**—তুমি; **চিন্তয়া**—চিন্তার দ্বারা; **শবলম্**—বিবর্ণ; **মুখম্**—মুখ।

অনুবাদ

হে মহারাজ চিত্রকেতু, আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমার মন প্রসন্ন নয়। তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি বলে মনে হচ্ছে। তা কি তোমার নিজের থেকেই হয়েছে না অন্য কারও কারণে হয়েছে? তোমার বিবর্ণ মুখমণ্ডলই তোমার গভীর দুশ্চিন্তা প্রতিফলিত করছে।

শ্লোক ২২

এবং বিকল্পিতো রাজন্ বিদুষা মুনিনাপি সঃ ।
প্রশ্রয়াবনতোঽভ্যাহ প্রজাকামস্ততো মুনিম্ ॥ ২২ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিকল্পিতঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **বিদুষা**—মহাজ্ঞানী; **মুনিনা**—মুনির দ্বারা; **অপি**—যদিও; **সঃ**—তিনি (মহারাজ চিত্রকেতু); **প্রশ্রয়-অবনতঃ**—বিনয়াবনত হয়ে; **অভ্যাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **প্রজা-কামঃ**—পুত্র লাভের কামনা করে; **ততঃ**—তারপর; **মুনিম্**—মহর্ষিকে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ , মহর্ষি অঙ্গিরা যদিও সব কিছুই জানতেন, তবু তিনি রাজাকে এইভাবে প্রশ্ন করেছিলেন। তখন পুত্রার্থী রাজা চিত্রকেতু মহর্ষি অঙ্গিরাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

মুখ যেহেতু মনের দর্পণ, তাই মহাত্মারা মুখ দেখে মনের অবস্থা বুঝতে পারেন। অঙ্গিরা ঋষি যখন রাজার বিবর্ণ মুখ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, তখন মহারাজ চিত্রকেতু তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ তাঁকে বলেছিলেন।

শ্লোক ২৩

চিত্রকেতুরুবাচ

ভগবন্ কিং ন বিদিতং তপোজ্ঞানসমাধিভিঃ ।
যোগিনাং ধ্বস্তপাপানাং বহিরন্তঃ শরীরিষু ॥ ২৩ ॥

চিত্রকেতুঃ উবাচ—চিত্রকেতু উত্তর দিয়েছিলেন; **ভগবন্**—হে পরম শক্তিমান ঋষি; **কিম্**—কি; **ন**—না; **বিদিতম্**—অবগত; **তপঃ**—তপস্যার প্রভাবে; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **সমাধিভিঃ**—এবং সমাধির দ্বারা; **যোগিনাম্**—মহান যোগী এবং ভক্তদের পক্ষে; **ধ্বস্ত-পাপানাম্**—যাঁরা সম্পূর্ণরূপে পাপ মুক্ত; **বহিঃ**—বাইরে; **অন্তঃ**—অন্তরে; **শরীরিষু**—জড় দেহধারী বদ্ধ জীবের।

অনুবাদ

মহারাজ চিত্রকেতু বললেন—হে মহাত্মন্, তপস্যা, জ্ঞান এবং সমাধির বলে আপনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন। তাই আপনার মতো একজন সিদ্ধ যোগী আমার মতো একজন বদ্ধ জীবের অন্তরের এবং বাইরের সব কথা জানেন।

শ্লোক ২৪

তথাপি পৃচ্ছতো ব্রূয়াং ব্রহ্মন্নাত্মনি চিন্তিতম্ ।
ভবতো বিদুষশ্চাপি চোদিতস্ত্বদনুজ্ঞয়া ॥ ২৪ ॥

তথাপি—তা সত্ত্বেও; **পৃচ্ছতঃ**—জিজ্ঞাসা করেছেন; **ব্রূয়াম্**—আমি বলছি; **ব্রহ্মন্**—হে মহান্ ব্রাহ্মণ; **আত্মনি**—মনে; **চিন্তিতম্**—চিন্তা; **ভবতঃ**—আপনাকে; **বিদুষঃ**—যিনি সব কিছু জানেন; **চ**—এবং; **অপি**—যদিও; **চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **ত্বৎ**—আপনার; **অনুজ্ঞয়া**—আদেশের দ্বারা।

অনুবাদ

হে মহাত্মন, আপনি যদিও সব কিছু জানেন, তবুও আপনি আমার দুশ্চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন। তাই আপনার আদেশ অনুসারে আমি তার কারণ বিশ্লেষণ করছি।

শ্লোক ২৫

লোকপালৈরপি প্রার্থ্যাঃ সাম্রাজ্যৈশ্বর্যসম্পদঃ ।
ন নন্দয়ন্ত্যপ্রজং মাং ক্ষুত্তৃট্কামমিবাপরে ॥ ২৫ ॥

লোক-পালৈঃ—মহান দেবতাদের; **অপি**—ও; **প্রার্থ্যাঃ**—বাঞ্ছিত; **সাম্রাজ্য**—সাম্রাজ্য; **ঐশ্বর্য**—ঐশ্বর্য; **সম্পদঃ**—ধন-সম্পদ; **ন নন্দয়ন্তি**—আনন্দ প্রদান করে না; **অপ্রজম্**—পুত্র না থাকার ফলে; **মাম্**—আমাকে; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **তৃট্**—তৃষ্ণা; **কামম্**—তৃপ্ত করার বাসনায়; **ইব**—সদৃশ; **অপরে**—অন্য ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয়।

অনুবাদ

ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তিকে যেমন মালা অথবা চন্দন আদি সুখপ্রদ বিষয় সুখ দিতে পারে না, তেমনই স্বর্গের দেবতাদেরও অভিলষিত সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য, সম্পদ আমাকে সুখ দিতে পারে না, কারণ আমি অপুত্রক।

শ্লোক ২৬

ততঃ পাহি মহাভাগ পূর্বৈঃ সহ গতং তমঃ ।
যথা তরেম দুষ্পারং প্রজয়া তদ্ বিধেহি নঃ ॥ ২৬ ॥

ততঃ—অতএব, এই কারণে; **পাহি**—রক্ষা করুন; **মহাভাগ**—হে মহর্ষি; **পূর্বৈঃ সহ**—আমার পিতৃপুরুষগণ সহ; **গতম্**—গিয়েছে; **তমঃ**—অন্ধকারে; **যথা**—যাতে;

তরেম—আমরা পার হতে পারি; **দুষ্পারম্**—পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন; **প্রজয়া**—পুত্র লাভ করে; **তৎ**—তা; **বিধেহি**—দয়া করে বিধান করুন; **নঃ**—আমাদের জন্য।

অনুবাদ

হে মহর্ষি, যাতে আমি পুত্র লাভ করে আমার পূর্বপুরুষগণ সহ অন্ধকার নরক থেকে উদ্ধার পেতে পারি, সেই উপায় বিধান করুন।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতায় মানুষ পুত্র উৎপাদনের জন্য বিবাহ করেন, কারণ পুত্র পিণ্ড দান করে তাঁর পিতৃপুরুষদের উদ্ধার করেন। মহারাজ চিত্রকেতু পুত্র লাভের বাসনা করেছিলেন, যাতে তাঁর পিতৃপুরুষেরা অন্ধকার নরক থেকে উদ্ধার পেতে পারেন। শুধু তাঁর নিজের জন্যই নয়, তাঁর পূর্বপুরুষদেরও পরলোকে কে পিণ্ডদান করবে সেই জন্য তিনি চিন্তিত ছিলেন। তাই তিনি অঙ্গিরা ঋষিকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে তিনি এমন কিছু করেন, যার ফলে তিনি একটি পুত্রসন্তান লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ২৭

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যর্থিতঃ স ভগবান্ কৃপালুর্ব্রহ্মণঃ সুতঃ ।
শ্রপয়িত্বা চরুং ত্বাষ্ট্রং ত্বষ্টারমযজদ্ বিভুঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **অর্থিতঃ**—অনুরোধ জানালে; **সঃ**—তিনি (অঙ্গিরা ঋষি); **ভগবান্**—মহা শক্তিশালী; **কৃপালুঃ**—অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **সুতঃ**—পুত্র (ব্রহ্মার মন থেকে জাত); **শ্রপয়িত্বা**—রন্ধন করিয়ে; **চরুম্**—যজ্ঞে নিবেদন করার এক বিশেষ প্রকার পায়স; **ত্বাষ্ট্রম্**—ত্বষ্টা নামক দেবতার উদ্দেশ্যে; **ত্বষ্টারম্**—ত্বষ্টা; **অযজৎ**—পূজা করেছিলেন; **বিভুঃ**—মহান ঋষি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—মহারাজ চিত্রকেতুর অনুরোধে ব্রহ্মার মানসপুত্র অঙ্গিরা ঋষি তাঁর প্রতি কৃপাপরবশ হয়েছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন একজন মহা শক্তিশালী ব্যক্তি, তাই তিনি ত্বষ্টার উদ্দেশ্যে পায়স নিবেদন করে এক যজ্ঞ করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা চ যা রাজ্ঞো মহিষীণাং চ ভারত ।
নাম্না কৃতদ্যুতিস্তস্যৈ যজ্ঞোচ্ছিষ্টমদাদ্ দ্বিজঃ ॥ ২৮ ॥

জ্যেষ্ঠা—জ্যেষ্ঠা; **শ্রেষ্ঠা**—পরম গুণবতী; **চ**—এবং; **যা**—যিনি; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **মহিষীণাম্**—সমস্ত রাণীদের মধ্যে; **চ**—ও; **ভারত**—হে ভারতশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ; **নাম্না**—নামক; **কৃতদ্যুতিঃ**—কৃতদ্যুতি; **তস্যৈ**—তাঁকে; **যজ্ঞ**—যজ্ঞের; **উচ্ছিষ্টম্**—অবশেষ; **অদাৎ**—দিয়েছিলেন; **দ্বিজঃ**—মহর্ষি (অঙ্গিরা)।

অনুবাদ

হে ভারতশ্রেষ্ঠ মহারাজা পরীক্ষিৎ, চিত্রকেতুর এক কোটি রাণীর মধ্যে যিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠা, কৃতদ্যুতি নামক সেই প্রথম বিবাহিতা মহিষীকে মহর্ষি অঙ্গিরা যজ্ঞাবশেষ প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

অথাহ নৃপতিং রাজন্ ভবিতৈকস্তবাত্মজঃ ।
হর্ষশোকপ্রদস্তুভ্যমিতি ব্রহ্মসুতো যযৌ ॥ ২৯ ॥

অথ—তারপর; **আহ**—বলেছিলেন; **নৃপতিম্**—রাজাকে; **রাজন্**—হে মহারাজ চিত্রকেতু; **ভবিতা**—হবে; **একঃ**—একটি; **তব**—তোমার; **আত্মজঃ**—পুত্র; **হর্ষ-শোক**—হর্ষ এবং বিষাদ; **প্রদঃ**—প্রদানকারী; **তুভ্যম্**—তোমাকে; **ইতি**—এই প্রকার; **ব্রহ্ম-সুতঃ**—ব্রহ্মার পুত্র অঙ্গিরা ঋষি; **যযৌ**—প্রস্থান করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর, মহর্ষি অঙ্গিরা রাজাকে বলেছিলেন, "হে মহারাজন্, এখন তুমি একটি পুত্র লাভ করবে যে তোমার হর্ষ এবং শোক উভয়েরই কারণ হবে।" এই কথা বলে, চিত্রকেতুর উত্তরের অপেক্ষা না করে সেই ঋষি প্রস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

রাজা যখন জানতে পেরেছিলেন যে, তিনি একটি পুত্র সন্তান লাভ করবেন, তখন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিলেন। এই মহা আনন্দের ফলে তিনি অঙ্গিরা ঋষির

উক্তির প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারেননি। তিনি মনে করেছিলেন যে, পুত্রের জন্মের ফলে তাঁর অবশ্যই অত্যন্ত আনন্দ হবে, কিন্তু রাজার একমাত্র পুত্র হওয়ার ফলে, তার ঐশ্বর্য এবং সৌভাগ্যের গর্বে গর্বিত হয়ে সে হয়তো তার পিতার খুব একটা বাধ্য হবে না। কিন্তু রাজা এই মনে করে প্রসন্ন হয়েছিলেন, "পুত্র তো হোক। সে যদি খুব একটা বাধ্য নাও হয় তাতে কিছু যায় আসে না।" একটি প্রবাদ আছে, "নাই মামার থেকে কানা মামা ভাল।" সেই বিচার অনুসারে রাজা ভেবেছিলেন যে, কোন পুত্র না থাকার থেকে অন্তত অবাধ্য পুত্র থাকা ভাল। মহা পণ্ডিত চাণক্য বলেছেন—

কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ধার্মিকঃ ।
কাণেন চক্ষুষা কিং বা চক্ষুঃ পীড়ৈব কেবলম্ ॥

"যে পুত্র বিদ্বান নয় এবং ভগবদ্ভক্ত নয়, সেই পুত্র থেকে কি লাভ? সে পুত্র অন্ধ চক্ষুর মতো কেবল দুঃখকষ্টই দেয়।" কিন্তু তা সত্ত্বেও জড় জগৎ এমনই কলুষিত যে, মানুষ পুত্র কামনা করে, তা সেই পুত্র যতই নিষ্কর্মা হোক না কেন। রাজা চিত্রকেতুর উপাখ্যান সেই মনোভাবেরই প্রতীক।

শ্লোক ৩০

সাপি তৎপ্রাশনাদেব চিত্রকেতোরধারয়ৎ ।
গর্ভং কৃতদ্যুতির্দেবী কৃত্তিকাগ্নেরিবাত্মজম্ ॥ ৩০ ॥

সা—তিনি; **অপি**—ও; **তৎ-প্রাশনাৎ**—সেই মহাযজ্ঞের অবশেষ আহার করে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চিত্রকেতোঃ**—মহারাজ চিত্রকেতু থেকে; **অধারয়ৎ**—ধারণ করেছিলেন; **গর্ভম্**—গর্ভ; **কৃতদ্যুতিঃ**—রাণী কৃতদ্যুতি; **দেবী**—দেবী; **কৃত্তিকা**—কৃত্তিকা; **অগ্নেঃ**—অগ্নির থেকে; **ইব**—যেমন; **আত্মজম্**—একটি পুত্র।

অনুবাদ

কৃত্তিকাদেবী যেমন অগ্নির কাছ থেকে মহাদেবের বীর্য গ্রহণ করে স্কন্দ (কার্তিকেয়) নামক পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, কৃতদ্যুতিও তেমন অঙ্গিরার অনুষ্ঠিত যজ্ঞের প্রসাদ ভক্ষণপূর্বক চিত্রকেতুর বীর্য ধারণ করে গর্ভবতী হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

তস্যা অনুদিনং গর্ভঃ শুক্লপক্ষ ইবোড়ুপঃ ।
ববৃধে শূরসেনেশতেজসা শনকৈর্নৃপ ॥ ৩১ ॥

তস্যাঃ—তাঁর; **অনুদিনম্**—দিনের পর দিন; **গর্ভঃ**—গর্ভ; **শুক্লপক্ষে**—শুক্লপক্ষের; **ইব**—মতো; **উড়ুপঃ**—চন্দ্রের; **ববৃধে**—বৃদ্ধি পেতে লাগল; **শূরসেন-ঈশ**—শূরসেন দেশের রাজার; **তেজসা**—বীর্যের দ্বারা; **শনকৈঃ**—একটু একটু করে; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, শূরসেন দেশের অধিপতি রাজা চিত্রকেতুর বীর্য ধারণ করে, রাজমহিষী কৃতদ্যুতির যে গর্ভ হয়েছিল, তা শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মতো দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল।

শ্লোক ৩২

অথ কাল উপাবৃত্তে কুমারঃ সমজায়ত ।
জনয়ন্ শূরসেনানাং শৃণ্বতাং পরমাং মুদম্ ॥ ৩২ ॥

অথ—তারপর; **কালে উপাবৃত্তে**—যথাসময়ে; **কুমারঃ**—পুত্র; **সমজায়ত**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **জনয়ন্**—সৃষ্টি করে; **শূরসেনানাম্**—শূরসেনবাসীদের; **শৃণ্বতাম্**—শ্রবণ করে; **পরমাম্**—অত্যন্ত; **মুদম্**—আনন্দ।

অনুবাদ

তারপর, যথাসময়ে রাজার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। সেই সংবাদ শ্রবণ করে শূরসেন দেশবাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৩

হৃষ্টো রাজা কুমারস্য স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ ।
বাচয়িত্বাশিষো বিপ্রৈঃ কারয়ামাস জাতকম্ ॥ ৩৩ ॥

হৃষ্টঃ—অত্যন্ত আনন্দিত; **রাজা**—রাজা; **কুমারস্য**—তাঁর নবজাত পুত্রের; **স্নাতঃ**—স্নান করে; **শুচিঃ**—পবিত্র হয়ে; **অলঙ্কৃতঃ**—অলঙ্কার ধারণ করে; **বাচয়িত্বা**—বলিয়ে; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ বাণী; **বিপ্রৈঃ**—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **কারয়াম্ আস**—অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন; **জাতকম্**—জাতকর্ম।

অনুবাদ

মহারাজ চিত্রকেতু এই সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং স্নান করে শুচি হয়ে অলঙ্কার ধারণপূর্বক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা কুমারের আশীর্বাদ বাণী পাঠ এবং জাতকর্ম সম্পন্ন করিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৪

তেভ্যো হিরণ্যং রজতং বাসাংস্যাভরণানি চ ।
গ্রামান্ হয়ান্ গজান্ প্রাদাদ্ ধেনূনামর্বুদানি ষট্ ॥ ৩৪ ॥

তেভ্যঃ—তাঁদের (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের); **হিরণ্যম্**—স্বর্ণ; **রজতম্**—রৌপ্য; **বাসাংসি**—বসন; **আভরণানি**—অলঙ্কার; **চ**—ও; **গ্রামান্**—গ্রাম; **হয়ান্**—অশ্ব; **গজান্**—হস্তী; **প্রাদাৎ**—দান করেছিলেন; **ধেনূনাম্**—গাভী; **অর্বুদানি**—দশ কোটি; **ষট্**—ছয়।

অনুবাদ

রাজা সেই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ, রজত, বসন, অলঙ্কার, গ্রাম, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি এবং ছয় অর্বুদ (ষাট কোটি) গাভী দান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

ববর্ষ কামানন্যেষাং পর্জন্য ইব দেহিনাম্ ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং কুমারস্য মহামনাঃ ॥ ৩৫ ॥

ববর্ষ—বর্ষণ করেছিলেন, দান করেছিলেন; **কামান্**—সমস্ত অভিলষিত বস্তু; **অন্যেষাম্**—অন্যদের; **পর্জন্যঃ**—মেঘ; **ইব**—সদৃশ; **দেহিনাম্**—সমস্ত জীবদের; **ধন্যম্**—ধন; **যশস্যম্**—যশ; **আয়ুষ্যম্**—এবং আয়ু বৃদ্ধির বাসনায়; **কুমারস্য**—নবজাত শিশুর; **মহা-মনাঃ**—উদারচিত্ত মহারাজ চিত্রকেতু।

অনুবাদ

মেঘ যেভাবে অকাতরে জল বর্ষণ করে, মহামতি রাজাও সেইভাবে কুমারের যশ, ধন ও আয়ু বৃদ্ধির জন্য সকলকে তাঁদের অভিলষিত বস্তু দান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

কৃচ্ছ্রলব্ধেঽথ রাজর্ষেস্তনয়েঽনুদিনং পিতুঃ ।
যথা নিঃস্বস্য কৃচ্ছ্রাপ্তে ধনে স্নেহোঽন্ববর্ধত ॥ ৩৬ ॥

কৃচ্ছ্র—মহাকষ্টে; **লব্ধে**—প্রাপ্ত; **অথ**—তারপর; **রাজর্ষেঃ**—পুণ্যবান রাজা চিত্রকেতুর; **তনয়ে**—পুত্রের জন্য; **অনুদিনম্**—দিন দিন; **পিতুঃ**—পিতার; **যথা**—ঠিক যেমন; **নিঃস্বস্য**—দরিদ্র ব্যক্তির; **কৃচ্ছ্র-আপ্তে**—মহাকষ্টে অর্জিত; **ধনে**—ধনের প্রতি; **স্নেহঃ**—স্নেহ; **অন্ববর্ধত**—বর্ধিত হয়েছিল।

অনুবাদ

দরিদ্র ব্যক্তির যেমন কষ্টলব্ধ ধনের প্রতি দিন দিন স্নেহ বর্ধিত হয়, তেমনই, মহারাজ চিত্রকেতু বহু কষ্টে সেই পুত্র লাভ করার ফলে, তার প্রতি তাঁর স্নেহ দিন দিন বর্ধিত হতে লাগল।

শ্লোক ৩৭

মাতুস্ত্বতিতরাং পুত্রে স্নেহো মোহসমুদ্ভবঃ ।
কৃতদ্যুতেঃ সপত্নীনাং প্রজাকামজ্বরোঽভবৎ ॥ ৩৭ ॥

মাতুঃ—মাতার; **তু**—ও; **অতিতরাম্**—অত্যন্ত; **পুত্রে**—পুত্রের জন্য; **স্নেহঃ**—স্নেহ; **মোহ**—অজ্ঞানতাবশত; **সমুদ্ভবঃ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **কৃতদ্যুতেঃ**—কৃতদ্যুতির; **সপত্নীনাম্**—সপত্নীদের; **প্রজাকাম**—পুত্র লাভের বাসনা; **জ্বরঃ**—জ্বর; **অভবৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

পিতার মতো মাতা কৃতদ্যুতিরও পুত্রের প্রতি অত্যধিক স্নেহ ক্রমশ বর্ধিত হয়েছিল। কৃতদ্যুতির সন্তান দর্শন করে তাঁর সপত্নীদেরও পুত্র কামনায় পরিতাপ উপস্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৮

চিত্রকেতোরতিপ্রীতির্যথা দারে প্রজাবতি ।
ন তথান্যেষু সঞ্জজ্ঞে বালং লালয়তোঽন্বহম্ ॥ ৩৮ ॥

চিত্রকেতোঃ—রাজা চিত্রকেতুর; **অতিপ্রীতিঃ**—অত্যধিক আকর্ষণ; **যথা**—যেমন; **দারে**—তাঁর পত্নীর প্রতি; **প্রজা-বতি**—পুত্রবতী; **ন**—না; **তথা**—তেমন; **অন্যেষু**—অন্যদের প্রতি; **সঞ্জজ্ঞে**—উৎপন্ন হয়েছিল; **বালম্**—পুত্র; **লালয়তঃ**—লালন পালন করে; **অন্বহম্**—নিরন্তর।

অনুবাদ

পুত্রের লালন পালন করতে করতে পুত্রবতী ভার্যা কৃতদ্যুতির প্রতি চিত্রকেতুর প্রীতি যেমন বর্ধিত হয়েছিল, তেমনই তাঁর অন্যান্য পত্নী যাঁদের পুত্র ছিল না, তাঁদের প্রতি তাঁর প্রীতি ক্রমশ হ্রাস পেয়েছিল।

শ্লোক ৩৯

তাঃ পর্যতপ্যন্নাত্মানং গর্হয়ন্ত্যোঽভ্যসূয়য়া ।
আনপত্যেন দুঃখেন রাজ্ঞশ্চানাদরেণ চ ॥ ৩৯ ॥

তাঃ—তাঁরা (অপুত্রক মহিষীরা); **পর্যতপ্যন্**—অনুতাপ করেছিলেন; **আত্মানম্**—নিজেদের; **গর্হয়ন্ত্যঃ**—ধিক্কার দিয়ে; **অভ্যসূয়য়া**—ঈর্ষাবশত; **আনপত্যেন**—পুত্রহীন হওয়ার ফলে; **দুঃখেন**—দুঃখে; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **চ**—ও; **অনাদরেণ**—উপেক্ষার ফলে; **চ**—ও।

অনুবাদ

অন্য মহিষীরা পুত্রহীনা হওয়ার ফলে অত্যন্ত অসুখী হয়েছিলেন। রাজা তাঁদের প্রতি উপেক্ষা করার ফলে, তাঁরা ঈর্ষায় নিজেদের ধিক্কার দিতে দিতে অনুতাপ করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

ধিগপ্রজাং স্ত্রিয়ং পাপাং পত্যুশ্চাগৃহসম্মতাম্ ।
সুপ্রজাভিঃ সপত্নীভির্দাসীমিব তিরস্কৃতাম্ ॥ ৪০ ॥

ধিক্—ধিক্; **অপ্রজাম্**—পুত্রহীনা; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রীকে; **পাপাম্**—পাপপূর্ণ; **পত্যুঃ**—পতির দ্বারা; **চ**—ও; **অ-গৃহ-সম্মতাম্**—গৃহে যাঁর সম্মান নেই; **সুপ্রজাভিঃ**—পুত্রবতী; **সপত্নীভিঃ**—সপত্নীদের দ্বারা; **দাসীম্**—দাসী; **ইব**—সদৃশ; **তিরস্কৃতাম্**—অনাদৃত।

অনুবাদ

পুত্রহীনা স্ত্রীকে তার গৃহে তার পতি অনাদর করে এবং সপত্নীরা তাকে দাসীর মতো অসম্মান করে। সেই প্রকার স্ত্রী তার পাপের জন্য সর্বতোভাবে নিন্দনীয়।

তাৎপর্য

চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন—

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্যা চাপ্রিয়বাদিনী ।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥

"যে ব্যক্তির গৃহে মাতা নেই এবং যার স্ত্রী মধুরভাষিণী নয়, তার উচিত বনে চলে যাওয়া। কারণ তার পক্ষে গৃহ এবং বন সমান।" তেমনই যে রমণীর পুত্র নেই, যার পতি তাকে অনাদর করে, এবং যার সপত্নীরা তার প্রতি দাসীর মতো ব্যবহার করে তাকে উপেক্ষা করে, তার পক্ষে গৃহে থাকার থেকে বনে যাওয়াই শ্রেয়।

শ্লোক ৪১

দাসীনাং কো নু সন্তাপঃ স্বামিনঃ পরিচর্যয়া ।
অভীক্ষ্ণং লব্ধমানানাং দাস্যা দাসীব দুর্ভগাঃ ॥ ৪১ ॥

দাসীনাম্—দাসীদের; **কঃ**—কি; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **সন্তাপঃ**—অনুতাপ; **স্বামিনঃ**—স্বামীকে; **পরিচর্যয়া**—সেবা করার দ্বারা; **অভীক্ষ্ণম্**—নিরন্তর; **লব্ধমানানাম্**—সম্মানিত; **দাস্যাঃ**—দাসীর; **দাসী ইব**—দাসীর মতো; **দুর্ভগাঃ**—অত্যন্ত দুর্ভাগা।

অনুবাদ

দাসীরাও নিরন্তর স্বামীর পরিচর্যা করে স্বামীর কাছ থেকে সম্মান পায় এবং তাই তাদের কোন সন্তাপ থাকে না। কিন্তু আমাদের অবস্থা দাসীরও দাসীর মতো। অতএব, আমরা অত্যন্ত দুর্ভাগা।

শ্লোক ৪২

এবং সন্দহ্যমানানাং সপত্ন্যাঃ পুত্রসম্পদা ।
রাজ্ঞোঽসম্মতবৃত্তীনাং বিদ্বেষো বলবানভূৎ ॥ ৪২ ॥

এবম্—এইভাবে; **সন্দহ্যমানানাম্**—শোকদগ্ধ রাণীদের; **সপত্ন্যাঃ**—সপত্নী কৃতদ্যুতির; **পুত্র-সম্পদা**—পুত্ররূপ সম্পদের ফলে; **রাজ্ঞঃ**—রাজার দ্বারা; **অসম্মত-বৃত্তীনাম্**—অনুগৃহীত না হওয়ার ফলে; **বিদ্বেষঃ**—ঈর্ষা; **বলবান্**—অত্যন্ত প্রবল; **অভূৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলতে লাগলেন—এইভাবে পতির দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে এবং কৃতদ্যুতির পুত্রসম্পদ দর্শন করে, কৃতদ্যুতির সপত্নীরা সর্বক্ষণ ঈর্ষায় দগ্ধ হতে লাগলেন, যা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ৪৩

বিদ্বেষনষ্টমতয়ঃ স্ত্রিয়ো দারুণচেতসঃ ।
গরং দদুঃ কুমারায় দুর্মর্ষা নৃপতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥

বিদ্বেষ-নষ্ট-মতয়ঃ—ঈর্ষার ফলে যাদের বুদ্ধি নষ্ট হয়েছিল; **স্ত্রীয়ঃ**—রমণীগণ; **দারুণ-চেতসঃ**—অত্যন্ত কঠিন হৃদয় হয়ে; **গরম্**—বিষ; **দদুঃ**—প্রদান করেছিল; **কুমারায়**—বালককে; **দুর্মর্ষাঃ**—সহ্য করতে না পেরে; **নৃপতিম্**—রাজার; **প্রতি**—প্রতি।

অনুবাদ

ক্রমশ তাদের বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেয়ে তাদের বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অত্যন্ত কঠোর হৃদয় হয়ে এবং তাদের প্রতি রাজার অনাদর সহ্য করতে না পেরে, তারা অবশেষে কুমারকে বিষ প্রদান করেছিল।

শ্লোক ৪৪

কৃতদ্যুতিরজানন্তী সপত্নীনামঘং মহৎ ।
সুপ্ত এবেতি সঞ্চিন্ত্য নিরীক্ষ্য ব্যচরদ্ গৃহে ॥ ৪৪ ॥

কৃতদ্যুতিঃ—রাণী কৃতদ্যুতি; **অজানন্তী**—না জেনে; **সপত্নীনাম্**—তাঁর সপত্নীদের; **অঘম্**—পাপকর্ম; **মহৎ**—অত্যন্ত; **সুপ্তঃ**—নিদ্রিত; **এব**—বস্তুত; **ইতি**—এইভাবে; **সঞ্চিন্ত্যঃ**—মনে করে; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **ব্যচরৎ**—বিচরণ করছিলেন; **গৃহে**—গৃহে।

অনুবাদ

তাঁর সপত্নীরা যে তাঁর পুত্রকে বিষ প্রদান করেছে মহারাণী কৃতদ্যুতি সেই কথা জানতে পারেননি। তাঁর পুত্রকে গভীর নিদ্রায় মগ্ন বলে মনে করে, তিনি গৃহে বিচরণ করছিলেন। তাঁর পুত্রের যে মৃত্যু হয়েছে, সেই কথা তিনি বুঝতে পারেননি।

শ্লোক ৪৫

শয়ানং সুচিরং বালমুপধার্য মনীষিণী ।
পুত্রমানয় মে ভদ্রে ইতি ধাত্রীমচোদয়ৎ ॥ ৪৫ ॥

শয়ানম্—শায়িত; **সুচিরম্**—দীর্ঘকাল; **বালম্**—পুত্র; **উপধার্য**—মনে করে; **মনীষিণী**—অত্যন্ত বুদ্ধিমতী; **পুত্রম্**—পুত্রকে; **আনয়**—নিয়ে এসো; **মে**—আমার কাছে; **ভদ্রে**—হে সখী; **ইতি**—এইভাবে; **ধাত্রীম্**—ধাত্রীকে; **অচোদয়ৎ**—আদেশ দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

পুত্র বহুক্ষণ ধরে নিদ্রিত আছে বলে মনে করে, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহারাণী কৃতদ্যুতি ধাত্রীকে আদেশ দিয়েছিলেন, "হে ভদ্রে, আমার পুত্রকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

শ্লোক ৪৬

সা শয়ানমুপব্রজ্য দৃষ্ট্বা চোত্তারলোচনম্ ।
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মভিস্ত্যক্তং হতাস্মীত্যপতদ্ভুবি ॥ ৪৬ ॥

সা—সেই (ধাত্রী); **শয়ানম্**—শায়িত; **উপব্রজ্য**—কাছে গিয়ে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **চ**—ও; **উত্তার-লোচনম্**—তার চক্ষু ঊর্ধ্বগত হয়ে আছে (মৃত ব্যক্তির মতো); **প্রাণ-**

ইন্দ্রিয়-আত্মভিঃ—প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং আত্মা; **ত্যক্তম্**—ত্যাগ করেছে; **হতা অস্মি**—আমার সর্বনাশ হয়েছে; **ইতি**—এই বলে; **অপতৎ**—নিপতিত হয়েছিল; **ভুবি**—ভূমিতে।

অনুবাদ

ধাত্রী শায়িত বালকের কাছে গিয়ে দেখল যে, তার চক্ষু ঊর্ধ্বগত হয়ে আছে। তার দেহে জীবনের লক্ষণ নেই এবং তার ইন্দ্রিয়গুলি স্তব্ধ হয়ে গেছে। তখন সে বুঝতে পারে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। তা দেখে, "হায়, আমার সর্বনাশ হয়েছে," এই বলে আর্তনাদ করে সে ভূমিতে নিপতিত হয়েছিল।

শ্লোক ৪৭

তস্যাস্তদাকর্ণ্য ভৃশাতুরং স্বরং
ঘ্নন্ত্যাঃ করাভ্যামুর উচ্চকৈরপি ।
প্রবিশ্য রাজ্ঞী ত্বরয়াত্মজান্তিকং
দদর্শ বালং সহসা মৃতং সুতম্ ॥ ৪৭ ॥

তস্যাঃ—তাঁর (ধাত্রীর); **তদা**—তখন; **আকর্ণ্য**—শুনে; **ভৃশ-আতুরম্**—অত্যন্ত শোকার্তা এবং ব্যাকুল হয়ে; **স্বরম্**—কণ্ঠস্বর; **ঘ্নন্ত্যাঃ**—আঘাত করে; **করাভ্যাম্**—করযুগলের দ্বারা; **উরঃ**—বক্ষ; **উচ্চকৈঃ**—উচ্চস্বরে; **অপি**—ও; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **রাজ্ঞী**—রাণী; **ত্বরয়া**—শীঘ্র; **আত্মজ-অন্তিকম্**—তাঁর পুত্রের নিকটে; **দদর্শ**—তিনি দেখেছিলেন; **বালম্**—শিশুকে; **সহসা**—অকস্মাৎ; **মৃতম্**—মৃত; **সুতম্**—পুত্র।

অনুবাদ

ধাত্রী অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে তার করযুগলের দ্বারা বক্ষে আঘাত করতে করতে উচ্চস্বরে চিৎকার করছিল। তার সেই চিৎকার শুনে রাণী তৎক্ষণাৎ তাঁর পুত্রের কাছে এসে সহসা তাকে মৃত দেখতে পেলেন।

শ্লোক ৪৮

পপাত ভূমৌ পরিবৃদ্ধয়া শুচা
মুমোহ বিভ্রষ্টশিরোরুহাম্বরা ॥ ৪৮ ॥

পপাত—পড়ে গিয়েছিলেন; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **পরিবৃদ্ধয়া**—অত্যন্ত; **শুচা**—শোকের ফলে; **মুমোহ**—মূর্ছিত হয়েছিলেন; **বিভ্রষ্ট**—বিক্ষিপ্ত; **শিরোরুহ**—কেশ; **অম্বরা**—এবং বসন।

অনুবাদ

গভীর শোকে তখন রাণীর কেশ এবং বসন বিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং তিনি মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পতিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৯

ততো নৃপান্তঃপুরবর্তিনো জনা
নরাশ্চ নার্যশ্চ নিশম্য রোদনম্ ।
আগত্য তুল্যব্যসনাঃ সুদুঃখিতা-
স্তাশ্চ ব্যলীকং রুরুদুঃ কৃতাগসঃ ॥ ৪৯ ॥

ততঃ—তারপর; **নৃপ**—হে রাজন্; **অন্তঃপুর-বর্তিনঃ**—অন্তঃপুরবাসীগণ; **জনাঃ**—সমস্ত লোকেরা; **নরাঃ**—পুরুষেরা; **চ**—এবং; **নার্যঃ**—স্ত্রীলোকেরা; **চ**—ও; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **রোদনম্**—উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি; **আগত্য**—এসে; **তুল্য-ব্যসনাঃ**—সমানভাবে দুঃখিত হয়ে; **সু-দুঃখিতাঃ**—অত্যন্ত গভীরভাবে শোক করে; **তাঃ**—তারা; **চ**—এবং; **ব্যলীকম্**—কপটভাবে; **রুরুদুঃ**—রোদন করেছিলেন; **কৃত-আগসঃ**—যারা (বিষ প্রদান করে) সেই অপরাধ করেছিল।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সেই উচ্চ ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করে পুরবাসী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সেখানে এসেছিল এবং তাঁদের মতো দুঃখিত হয়ে ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল। বিষ প্রদানকারী রাণীরাও তাদের অপরাধ ভালভাবে জেনে কপটভাবে ক্রন্দন করেছিল।

শ্লোক ৫০-৫১

শ্রুত্বা মৃতং পুত্রমলক্ষিতান্তকং
বিনষ্টদৃষ্টিঃ প্রপতন্ স্খলন্ পথি ।
স্নেহানুবন্ধৈধিতয়া শুচা ভৃশং
বিমূর্চ্ছিতোঽনুপ্রকৃতির্দ্বিজৈর্বৃতঃ ॥ ৫০ ॥

পপাত বালস্য স পাদমূলে
মৃতস্য বিস্রস্তশিরোরুহাম্বরঃ ।
দীর্ঘং শ্বসন্ বাষ্পকলোপরোধতো
নিরুদ্ধকণ্ঠো ন শশাক ভাষিতুম্ ॥ ৫১ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **মৃতম্**—মৃত; **পুত্রম্**—পুত্র; **অলক্ষিত-অন্তকম্**—মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত হওয়ার ফলে; **বিনষ্ট-দৃষ্টিঃ**—যথাযথভাবে দেখতে না পেয়ে; **প্রপতন্**—বার বার পড়ে গিয়ে; **স্খলন্**—স্খলিত; **পথি**—পথে; **স্নেহ-অনুবন্ধ**—স্নেহের ফলে; **এধিতয়া**—বর্ধিত হয়ে; **শুচা**—শোকের দ্বারা; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **বিমূর্চ্ছিতঃ**—মূর্ছিত হয়ে; **অনুপ্রকৃতিঃ**—মন্ত্রী এবং অন্যান্য রাজকর্মচারীরাও তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন; **দ্বিজৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবৃত; **পপাত**—পতিত হয়েছিলেন; **বালস্য**—বালকের; **সঃ**—তিনি (রাজা); **পাদমূলে**—পায়ে; **মৃতস্য**—মৃতের; **বিস্রস্ত**—বিক্ষিপ্ত; **শিরোরুহ**—কেশ; **অম্বরঃ**—বসন; **দীর্ঘম্**—দীর্ঘ; **শ্বসন্**—নিঃশ্বাস; **বাষ্প-কলা-উপরোধতঃ**—অশ্রুপূর্ণ নেত্রে ক্রন্দন করার ফলে; **নিরুদ্ধ-কণ্ঠঃ**—কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল; **ন**—না; **শশাক**—সমর্থ হয়েছিলেন; **ভাষিতুম্**—বলতে।

অনুবাদ

রাজা চিত্রকেতু যখন শুনলেন যে, অজ্ঞাত কারণে তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়েছে, তখন তিনি শোকে প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পুত্রের প্রতি গভীর স্নেহের ফলে, তাঁর শোক জ্বলন্ত অগ্নির মতো বর্ধিত হয়েছিল। তাকে দেখতে গিয়ে তিনি বার বার ভূমিতে স্খলিত এবং পতিত হতে লাগলেন। মন্ত্রী আদি রাজকর্মচারী এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, তিনি বিকীর্ণ কেশ এবং বিক্ষিপ্ত বসনে মৃত বালকের পাদমূলে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। রাজা যখন তাঁর চেতনা ফিরে পেয়েছিলেন, তখন তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করছিলেন এবং তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তিনি কিছুই বলতে সমর্থ হলেন না।

শ্লোক ৫২

পতিং নিরীক্ষ্যোরুশুচার্পিতং তদা
মৃতং চ বালং সুতমেকসন্ততিম্ ।
জনস্য রাজ্ঞী প্রকৃতেশ্চ হৃদ্রুজং
সতী দধানা বিললাপ চিত্রধা ॥ ৫২ ॥

পতিম্—পতিকে; **নিরীক্ষ্য**—দেখে; **উরু**—অত্যন্ত; **শুচ**—শোকে; **অর্পিতম্**—সন্তপ্ত; **তদা**—তখন; **মৃতম্**—মৃত; **চ**—এবং; **বালম্**—শিশু; **সুতম্**—পুত্র; **এক-সন্ততিম্**—পরিবারের একমাত্র পুত্র; **জনস্য**—সেখানে উপস্থিত সকলের; **রাজ্ঞী**—রাণী; **প্রকৃতেঃ চ**—মন্ত্রী এবং রাজকর্মচারীদেরও; **হৃৎ-রুজম্**—হৃদয়ের বেদনা; **সতী দধানা**—বর্ধিত করে; **বিললাপ**—বিলাপ করেছিলেন; **চিত্রধা**—বহুবিধ।

অনুবাদ

পতিকে নিদারুণ শোকসন্তপ্ত এবং বংশের একমাত্র পুত্রকে মৃত দেখে, রাণী নানাভাবে বিলাপ করেছিলেন। তা শুনে অন্তঃপুরবাসী, অমাত্যবর্গ এবং ব্রাহ্মণদের হৃদয়ের বেদনা বর্ধিত হয়েছিল।

শ্লোক ৫৩

স্তনদ্বয়ং কুঙ্কুমপঙ্কমণ্ডিতং
নিষিঞ্চতী সাঞ্জনবাষ্পবিন্দুভিঃ ।
বিকীর্য কেশান্ বিগলৎস্রজঃ সুতং
শুশোচ চিত্রং কুররীব সুস্বরম্ ॥ ৫৩ ॥

স্তন-দ্বয়ম্—স্তনদ্বয়; **কুঙ্কুম**—কুমকুমের দ্বারা; **পঙ্ক**—পঙ্ক; **মণ্ডিতম্**—সুশোভিত; **নিষিঞ্চতী**—আর্দ্র করে; **স-অঞ্জন**—চোখের কাজল মিশ্রিত; **বাষ্প**—অশ্রু; **বিন্দুভিঃ**—বিন্দুর দ্বারা; **বিকীর্য**—বিকীর্ণ; **কেশান্**—কেশ; **বিগলৎ**—পড়ে যাচ্ছিল; **স্রজঃ**—ফুলের মালা; **সুতম্**—পুত্রের জন্য; **শুশোচ**—শোক করেছিলেন; **চিত্রম্**—বহুবিধ; **কুররী ইব**—কুররী পক্ষীর মতো; **সু-স্বরম্**—অত্যন্ত মধুর স্বরে।

অনুবাদ

রাণীর উন্মুক্ত কেশপাশ থেকে ফুলের মালাগুলি পড়ে গিয়েছিল। তাঁর অশ্রু চোখের কাজল বিগলিত করে তাঁর কুমকুম-রঞ্জিত স্তনযুগলকে সিক্ত করেছিল। পুত্রশোকে তাঁর উচ্চ ক্রন্দন কুররী পাখির মধুর স্বরের মতো শোনাচ্ছিল।

শ্লোক ৫৪

অহো বিধাতস্ত্বমতীব বালিশো
যস্ত্বাত্মসৃষ্ট্যপ্রতিরূপমীহসে ।
পরে নু জীবত্যপরস্য যা মৃতি-
র্বিপর্যয়শ্চেৎ ত্বমসি ধ্রুবঃ পরঃ ॥ ৫৪ ॥

অহো—হায় (গভীর শোকে); **বিধাতঃ**—হে বিধাতা; **ত্বম্**—তুমি; **অতীব**—অত্যন্ত; **বালিশঃ**—অনভিজ্ঞ; **যঃ**—যে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **আত্ম-সৃষ্টি**—তাঁর নিজের সৃষ্টির; **অপ্রতিরূপম্**—ঠিক বিপরীত; **ঈহসে**—তুমি কার্য কর এবং বাসনা কর; **পরে**—পিতা বা গুরুজন; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **জীবতি**—জীবিত; **অপরস্য**—যার পরে জন্ম হয়েছে; **যা**—যা; **মৃতিঃ**—মৃত্যু; **বিপর্যয়ঃ**—বিপরীত; **চেৎ**—যদি; **ত্বম্**—তুমি; **অসি**—হও; **ধ্রুবঃ**—বস্তুতপক্ষে; **পরঃ**—শত্রু।

অনুবাদ

হে বিধাতা, তুমি সৃষ্টির বিষয়ে নিশ্চয় অত্যন্ত অনভিজ্ঞ, কারণ তুমি পিতার জীবিত অবস্থায় পুত্রের মৃত্যুরূপ নিজ সৃষ্টির নিয়মের বিপরীত কার্য করেছ। তুমি যদি এইভাবে বিপরীত আচরণই করতে চাও, তা হলে তুমি নিশ্চয় তাদের প্রতি কৃপালু নও, তুমি তাদের শত্রু।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব যখন বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তখন সে এইভাবে বিধাতার নিন্দা করে। কখনও কখনও তারা ভগবানকে কুটিল বলে দোষারোপ করে, কারণ তাঁর সৃষ্টিতে কিছু মানুষ সুখী এবং অন্যেরা সুখী নয়। এখানে রাণী তাঁর পুত্রের মৃত্যুর জন্য বিধাতাকে দোষী করেছেন। সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে পিতার মৃত্যু পুত্রের পূর্বে হওয়ার কথা। কিন্তু সৃষ্টির নিয়ম যদি বিধাতার খামখেয়ালিবশে পরিবর্তিত হয়, তা হলে অবশ্যই বিধাতাকে কৃপালু বলে বিবেচনা করা যায় না, পক্ষান্তরে তাঁকে জীবদের শত্রু বলেই বিবেচনা করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে জীবেরাই অনভিজ্ঞ, বিধাতা নন। জীব জানে না কিভাবে সকাম কর্মের সূক্ষ্ম নিয়ম কার্য করে এবং প্রকৃতির এই নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়ার ফলে, সে মূর্খের মতো ভগবানকে দোষারোপ করে।

শ্লোক ৫৫

ন হি ক্রমশ্চেদিহ মৃত্যুজন্মনোঃ
শরীরিণামস্তু তদাত্মকর্মভিঃ ।
যঃ স্নেহপাশো নিজসর্গবৃদ্ধয়ে
স্বয়ং কৃতস্তে তমিমং বিবৃশ্চসি ॥ ৫৫ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ক্রমঃ**—ক্রম অনুসারে; **চেৎ**—যদি; **ইহ**—এই জড় জগতে; **মৃত্যু**—মৃত্যুর; **জন্মনোঃ**—এবং জন্মের; **শরীরিণাম্**—জড় দেহধারী বদ্ধ জীবদের; **অস্তু**—হোক; **তৎ**—তা; **আত্ম-কর্মভিঃ**—নিজের কর্মফলের দ্বারা; **যঃ**—যা; **স্নেহ-পাশঃ**—স্নেহের বন্ধন; **নিজ-সর্গ**—তোমার নিজের সৃষ্টি; **বৃদ্ধয়ে**—বৃদ্ধির জন্য; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **কৃতঃ**—তৈরি হয়েছে; **তে**—তোমার দ্বারা; **তম্**—তা; **ইমম্**—এই; **বিবৃশ্চসি**—ছিন্ন করছ।

অনুবাদ

হে ভগবান, তুমি বলতে পার যে, পুত্র জীবিত থাকতেই পিতার মৃত্যু হবে এবং পিতা জীবিত থাকতেই পুত্রের জন্ম হবে, এই রকম কোন নিয়ম নেই, কারণ সকলেরই কর্ম অনুসারে জন্ম-মৃত্যু হয়। কিন্তু কর্ম যদি এতই প্রবল হয় যে, জন্ম এবং মৃত্যু তার উপর নির্ভর করে, তা হলে নিয়ন্তা বা ভগবানের কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি তুমি বল যে, নিয়ন্তার প্রয়োজন রয়েছে কারণ জড়া প্রকৃতির নিজে থেকে সক্রিয় হওয়ার ক্ষমতা নেই, তার উত্তরে তা হলে বলা যায় যে, তুমি যে স্নেহের বন্ধন সৃষ্টি করেছ তা তুমি কর্মের দ্বারা ছিন্ন কর, এবং তা হলে স্নেহের ফলে এই প্রকার দুঃখ দর্শন করে কেউই আর সন্তানদের প্রতি স্নেহ করবে না; পক্ষান্তরে তারা তাদের সন্তানদের নিষ্ঠুরভাবে অবহেলা করবে। যে স্নেহের বশে পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের প্রতিপালন করতে বাধ্য হয়, যেহেতু তুমি সেই স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করেছ, তাই তুমি অনভিজ্ঞ এবং নির্বোধ।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে, *কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্*—"যিনি কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করেছেন, তিনি কর্মফলের দ্বারা প্রভাবিত হন না।" এই শ্লোকে *কর্ম-মীমাংসা* দর্শনের ভিত্তিতে কর্মের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। *কর্ম-মীমাংসা* দর্শনে বলা হয় যে, মানুষকে কর্ম অনুসারে আচরণ করতে হয় এবং ঈশ্বর কর্মের ফল প্রদান করতে বাধ্য। কর্মের সূক্ষ্ম নিয়ম যা ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তা সাধারণ বদ্ধ জীবেরা বুঝতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, কেউ যখন তাঁকে জানতে পারেন এবং তিনি যে কিভাবে তাঁর সূক্ষ্ম নিয়মের দ্বারা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন তা বুঝতে পারেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর কৃপায় মুক্ত হন। সেটিই *ব্রহ্মসংহিতার* বাণী (*কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্*)। তাই

সর্বান্তঃকরণে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করা উচিত এবং ভগবানের পরম ইচ্ছার কাছে সব কিছু সমর্পণ করা উচিত, তা হলে মানুষ এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে সুখী হতে পারবে।

শ্লোক ৫৬

ত্বং তাত নার্হসি চ মাং কৃপণামনাথাং
ত্যক্তুং বিচক্ষ্ব পিতরং তব শোকতপ্তম্ ।
অঞ্জস্তরেম ভবতাপ্রজদুস্তরং যদ্
ধ্বান্তং ন যাহ্যকরুণেন যমেন দূরম্ ॥ ৫৬ ॥

ত্বম্—তুমি; **তাত**—হে পুত্র; **ন**—না; **অর্হসি**—উচিত; **চ**—এবং; **মাম**—আমাকে; **কৃপণাম্**—অত্যন্ত কাতরা; **অনাথাম্**—অনাথা; **ত্যক্তুম্**—ত্যাগ করে; **বিচক্ষ্ব**—দেখ; **পিতরম্**—পিতাকে; **তব**—তোমার; **শোক-তপ্তম্**—শোক-সন্তপ্ত; **অঞ্জঃ**—অনায়াসে; **তরেম**—আমরা উত্তীর্ণ হব; **ভবতা**—তোমার দ্বারা; **অপ্রজ-দুস্তরম্**—পুত্রহীনের পক্ষে যা পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন; **যৎ**—যা; **ধ্বান্তম্**—অন্ধকার লোক; **ন যাহি**—যেও না; **অকরুণেন**—নির্দয়; **যমেন**—যমরাজের সঙ্গে; **দূরম্**—দূরে।

অনুবাদ

হে বৎস, আমি অসহায় এবং অত্যন্ত কাতরা। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেও না। তোমার শোকসন্তপ্ত পিতাকে দেখ। আমরা অসহায়, কারণ পুত্র না থাকলে আমাদের ঘোর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। সেই অন্ধকার নরক থেকে উদ্ধারের তুমিই একমাত্র ভরসা। তাই তুমি নির্দয় যমের সঙ্গে আর অধিক দূরে যেও না।

তাৎপর্য

বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পত্নীর পাণিগ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুত্রসন্তান লাভ করা, যে যমরাজের কবল থেকে উদ্ধার করতে পারে। পিতৃপুরুষদের পিণ্ডদান করার জন্য যদি পুত্র না থাকে, তা হলে তাকে যমালয়ে যন্ত্রণাভোগ করতে হয়। রাজা চিত্রকেতু এই মনে করে অত্যন্ত শোকার্ত হয়েছিলেন যে, যেহেতু তাঁর পুত্র যমরাজের সঙ্গে চলে যাচ্ছে, তাই তাঁকে আবার যন্ত্রণাভোগ করতে হবে। এই সমস্ত সূক্ষ্ম নিয়মগুলি কর্মীদের জন্য। কেউ যখন ভগবানের ভক্ত হন, তখন আর তাঁকে কর্মের নিয়ন্ত্রণাধীন হতে হয় না।

শ্লোক ৫৭

উত্তিষ্ঠ তাত ত ইমে শিশবো বয়স্যা-
স্ত্বামাহ্বয়ন্তি নৃপনন্দন সংবিহর্তুম্ ।
সুপ্তশ্চিরং হ্যশনয়া চ ভবান্ পরীতো
ভুঙ্ক্ষ্ব স্তনং পিব শুচো হর নঃ স্বকানাম্ ॥ ৫৭ ॥

উত্তিষ্ঠ—ওঠো; **তাত**—হে প্রিয় পুত্র; **তে**—তারা; **ইমে**—এই সমস্ত; **শিশবঃ**—শিশুরা; **বয়স্যাঃ**—খেলার সাথী; **ত্বাম্**—তুমি; **আহ্বয়ন্তি**—ডাকছে; **নৃপ-নন্দন**—হে রাজকুমার; **সংবিহর্তুম্**—খেলার জন্য; **সুপ্তঃ**—তুমি ঘুমিয়েছ; **চিরম্**—দীর্ঘকাল; **হি**—বস্তুত; **অশনয়া**—ক্ষুধার দ্বারা; **চ**—ও; **ভবান্**—তুমি; **পরিতঃ**—আর্ত; **ভুঙ্ক্ষ্ব**—খাও; **স্তনম্**—তোমার মায়ের স্তন; **পিব**—পান কর; **শুচঃ**—শোক; **হর**—দূর কর; **নঃ**—আমাদের; **স্বকানাম্**—তোমার আত্মীয়দের।

অনুবাদ

হে প্রিয় পুত্র, তুমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছ। এখন ওঠ। তোমার খেলার সাথীরা তোমাকে খেলতে ডাকছে। তুমি নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। উঠে স্তন পান কর এবং আমাদের শোক দূর কর।

শ্লোক ৫৮

নাহং তনূজ দদৃশে হতমঙ্গলা তে
মুগ্ধস্মিতং মুদিতবীক্ষণমাননাব্জম্ ।
কিং বা গতোঽস্যপুনরন্বয়মন্যলোকং
নীতোঽঘৃণেন ন শৃণোমি কলা গিরস্তে ॥ ৫৮ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **তনূ-জ**—(আমার দেহ থেকে উৎপন্ন) প্রিয় পুত্র; **দদৃশে**—দেখ; **হত-মঙ্গলা**—হতভাগ্য হওয়ার ফলে; **তে**—তোমার; **মুগ্ধ-স্মিতম্**—মনোহর হাস্যযুক্ত; **মুদিত-বীক্ষণম্**—মুদিত নেত্র; **আনন-অব্জম্**—মুখপদ্ম; **কিং বা**—অথবা; **গতঃ**—চলে গেছে; **অসি**—তুমি; **অ-পুনঃ-অন্বয়ম্**—যেখান থেকে কেউ ফিরে আসে না; **অন্য-লোকম্**—অন্য লোকে বা যমলোকে; **নীতঃ**—নিয়ে গিয়েছে; **অঘৃণেন**—নিষ্ঠুর যমরাজের দ্বারা; **ন**—না; **শৃণোমি**—শুনতে পাই না; **কলাঃ**—অত্যন্ত মধুর; **গিরঃ**—বাক্য; **তে**—তোমার।

অনুবাদ

হে প্রিয় পুত্র, আমি অবশ্যই অত্যন্ত দুর্ভাগা, কারণ আমি আর তোমার সুন্দর মুখমণ্ডলে মধুর মৃদু হাস্য দর্শন করতে পারব না। তা হলে কি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে গেলে আর কেউ ফিরে আসে না। হে প্রিয় পুত্র, আমি আর তোমার অস্ফুট মধুর বাক্য শুনতে পাব না।

শ্লোক ৫৯

শ্রীশুক উবাচ

বিলপন্ত্যা মৃতং পুত্রমিতি চিত্রবিলাপনৈঃ ।
চিত্রকেতুর্ভৃশং তপ্তো মুক্তকণ্ঠো রুরোদ হ ॥ ৫৯ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **বিলপন্ত্যা**—বিলাপকারিণী; **মৃতম্**—মৃত; **পুত্রম্**—পুত্রের জন্য; **ইতি**—এইভাবে; **চিত্র-বিলাপনৈঃ**—বহুবিধ বিলাপের দ্বারা; **চিত্রকেতুঃ**—রাজা চিত্রকেতু; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **তপ্তঃ**—শোকসন্তপ্ত; **মুক্ত-কণ্ঠঃ**—উচ্চস্বরে; **রুরোদ**—ক্রন্দন করেছিলেন; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে মৃত পুত্রের জন্য বিলাপকারিণী পত্নীর সঙ্গে রাজা চিত্রকেতু অতি উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৬০

তয়োর্বিলপতোঃ সর্বে দম্পত্যোস্তদনুব্রতাঃ ।
রুরুদুঃ স্ম নরা নার্যঃ সর্বমাসীদচেতনম্ ॥ ৬০ ॥

তয়োঃ—তাঁরা দুজনে যখন; **বিলপতোঃ**—বিলাপ করছিলেন; **সর্বে**—সমস্ত; **দম্পত্যোঃ**—রাজা ও রাণী; **তৎ-অনুব্রতাঃ**—তাঁদের অনুগত; **রুরুদুঃ**—উচ্চস্বরে ক্রন্দন করছিলেন; **স্ম**—বস্তুতপক্ষে; **নরাঃ**—পুরুষ; **নার্যঃ**—নারী; **সর্বম্**—রাজ্যের সকলে; **আসীৎ**—হয়েছিল; **অচেতনম্**—অচেতনপ্রায়।

অনুবাদ

এইভাবে রাজা ও রাণী ক্রন্দন করতে থাকলে, তাঁদের অনুগত নরনারী সকলেই রোদন করেছিল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সমস্ত নগরবাসী শোকে অচেতনপ্রায় হয়েছিল।

শ্লোক ৬১

এবং কশ্মলমাপন্নং নষ্টসংজ্ঞমনায়কম্ ।
জ্ঞাত্বাঙ্গিরা নাম ঋষিরাজগাম সনারদঃ ॥ ৬১ ॥

এবম্—এইভাবে; **কশ্মলম্**—দুঃখ; **আপন্নম্**—প্রাপ্ত হয়ে; **নষ্ট**—হত; **সংজ্ঞম্**—চেতনা; **অনায়কম্**—অসহায়; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **অঙ্গিরাঃ**—অঙ্গিরা; **নাম**—নামক; **ঋষিঃ**—ঋষি; **আজগাম**—এসেছিলেন; **স-নারদঃ**—নারদ মুনি সহ।

অনুবাদ

মহর্ষি অঙ্গিরা যখন জানতে পারলেন যে, রাজা শোকসাগরে নিমজ্জিত হয়ে মৃতপ্রায় হয়েছেন, তখন তিনি নারদ মুনি সহ সেখানে গিয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'মহারাজ চিত্রকেতুর শোক' নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।